দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAR 8 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ৭ ...

127

বগুড়ায় তাফসীর মাহফিলে মাওলানা সাঈদী

দেশের ১টি মাদ্রাসাও বন্ধের চেষ্টা করা হলে এটাই হবে সরকার পতনের বড় কারণ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাস্সিরে কোরআন হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি বলেছেন, বর্তমান সরকার শুধু সাংস্কৃতিক দিক থেকেই নয় বরং ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা মূলোৎপাটনের জন্য এক মারাত্মক ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। নাস্তিক মুরতাদদের পরামর্শক্রমে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উপর হাত দিয়ে সরকার আগুন নিয়ে খেলা করছে। দেশের একটি মাদ্রাসাও সরকার বন্ধ করার চেষ্টা করলে এটাই হবে সরকার পতনের সরচেয়ে বড় কারণ। মাওলানা সাঈদী গত শনিবার বগুড়ার সুলতানগঞ্জ হাই স্কুল ময়দানে তিন দিনব্যাপী এক তাফসীর মাহফিলের শেষদিনে তাফসীর পেশকালে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

মাহফিলে ১ম ও ২য় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, যথাক্রমে সুলতানগঞ্জ ইউপি'র সাবেক চেয়ারম্যান আবুল আহম্মদ ও সাবেক এমপি মাওলানা আবদুর রহমান ফকির। বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সদস্য জনাব গোলাম রব্বানী, দৈনিক সাতমাথা সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক শাহাবুদ্দীন, মাওলানা আলমগীর হোসাইন, ইসলামিক ল'ইয়ার্স ফোরামের বগুড়ার সভাপতি এডভোকেট মিশকাতুল আলম চিশতি, ক্বারী মাহবুবুর রহমান, মাওলানা ইয়াকুব আলী প্রমুখ।

মাওলানা সাঈদী বলেন, একটি জাতির বেঁচে থাকার প্রাণশক্তি তার নিজস্ব সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে তার চিন্তা, চেতনা, স্বকীয়তা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের। বাংলাদেশ পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এই দেশে বর্তমানে বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে যে সাংস্কৃতিক চর্চা চলছে তা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ঈমান আকিদার সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি নয় বরং এই সংস্কৃতি হচ্ছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভারত থেকে আমদানীকৃত হিন্দু সংস্কৃতি। যেমন থার্টি ফার্স্ট নাইট, বিশ্ব ভালবাসা দিবস, রাখি বন্ধন, মঙ্গল প্রদীপ, মঙ্গল তিলক, চন্দন ফোঁটা– এসবই হিন্দু সংস্কৃতি। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এই হিন্দু সংস্কৃতি বাঙ্গালী মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। বর্তমান সরকার শুধু সাংস্কৃতিক দিক থেকেই নয় বরং, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা মূলোৎপাটনের জন্য এক মারাত্মক ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। একজন বুদ্ধিজীবীর বাড়ীতে কথিত হামলাকে কেন্দ্র করে নাস্তিক মুরতাদরা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারকে পরামর্শ দিল যে, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে। আর সরকার যেন এ কাজে তৈরীই ছিল। সাথে সাথে সরকার তার পুলিশ বাহিনী দিয়ে দেশের কওমী মাদ্রাসাগুলোতে অভিযান চালিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষাকে জনগণের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করল। পুলিশ তার অভিযানকালে কোন মাদ্রাসা থেকে ছোট একটি অস্ত্রের খোসাও পায়নি। দেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহ জনগণের সাহায্যে চলে। সরকারের পয়সায় নয়। সুতরাং নাস্তিক মুরতাদদের পরামর্শক্রমে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উপর হাত দিয়ে সরকার আগুন নিয়ে খেলা করছে। দেশের একটি মাদ্রাসাও সরকার বন্ধ করার চেষ্টা করলে তাহলে এটাই হবে সরকার পতনের সবচেয়ে বড় কারণ। সরকার আলিয়া মাদ্রাসাগুলোকেও অমর্যাদা করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সার্কুলার দিয়ে আলিম ও ফাজিল মাদ্রাসার প্রধানকে অধ্যক্ষের পরিবর্তে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদবী লেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। সরকারের এই অন্যায় আদেশ জনগণ মানবে না।

মাওলানা সাঈদী দেশের ইসলামী দল, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সকল তৌহিদী জনতাকে ইসলাম বিদ্বেষী এই জালিম সরকার পতনের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহবান জানান।